কৌরব পত্রিকা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা
কৌরব অনলাইন ৫৯, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১

স্বনির্বাচিত কবিতা

মেসবা আলম অর্ঘ্য

২০২১র নির্বাচিত রচনা

ক

দরজা যা নয়
দরজার মতো তাকে
খুলতে না পারার যন্ত্রণা –

দুধের ক্ষীরের মতো বরফ পড়েছে ফুটপাথে
শুকনা মরা পাতার উপর
গোরস্থানের শেষ মাথায়
ডাবের ননীর মতো চাঁদ

সেই জ্যোৎস্নায় আমি
উবু হয়ে
খুলে যাওয়া বুটের ফিতাগুলি টান টান করি
হাতমোজা টান টান করি

খ

ঘর বলতে ধুয়ে উল্টে রাখা একটা
ভেজা কাচের বয়াম -
বিজ বিজ শব্দ করতেছে -
ভাল মতো শুনলে বোঝা যায়
প্রচণ্ড উগ্র
ঝক্‌ঝকে
যৌন একটা আওয়াজ

দুরবীনের ট্রাইপডে
মাকড়শা জাল বুনতেছে

ঘর বলতে ইলেকট্রিক বাতির দৃঢ় স্তব্ধতা
বিন্দু বিন্দু জমা হচ্ছে
একব্যাগ বনরুটির গায়ে

যে ব্যাগ খুলে কছিু রুটি আমি
হাতে নিয়ে খাই -
অনেক যত্নে
চিবিয়ে চিবিয়ে
মেঝের উপর শুয়ে থাকি

গ

বিষয় তার আশয়ে চুপ করে আছে

ছায়ায় হেলানো সাইকেল চুপ করে আছে

দেয়ালময় আকৃতির লাভা

ফুলদানি গলে পড়ছে পাপড়ির উপর

ফোঁটা ফোঁটা স্নায়ুবিন্দু ধূমকেতুবিন্দু

ধুলার আকাশ ভরা
ইলেকট্রিক বাল্বের জমাট সিলিং

একটা হেলানো সাইকেল -

বিষয় তার আশয় হয়ে চুপ করে আছে

ঘ

এইসব লেখা কবিতা যেমন
সেরকম নয়, আজকে সন্ধ্যা আমার এখানে
সারাদিন ধরে মেঝের উপর টালির গর্তে
চক্রাবক্রা দাগের ভিতর
হবহু যিশুর মুখের মতন
আদল একটা
সন্ধ্যা বলতে আদল একটা
দেখতে দেখতে রাত হয়ে গ্যালো
এই সব লেখা...
কফির দোকানে ড্রাইভ-থ্রু নবো?
খুব চিনি আর ক্রিম্ দিয়ে
ডার্ক রোস্ট মিডিয়াম
মুখে মাস্ক পরা বৃদ্ধা' র হাত থেকে

এক বুড়ি আছে আমার এখানে
কফির দোকানে কাজ করে খুব
মোলায়েম ভাবে...
বি ল ম্ বি ত ভাবে...
লয়
কমিয়ে
আরও কমিয়ে
এক পা
এক পা করে
কফি করে দেন

পুরাটা সময় লাইনে দাঁড়িয়ে
আপনার খুব অস্থির যাবে

মনে হবে দুই সাইজ বড় বুট্
পায়ে দিয়ে
বরফের উপর হড়কাচ্ছেন,
হাঁটুর কাছে ছন্দগুলি
কাতরাচ্ছে
ব্যথায়

ঙ

কবিতারা হয় দেখতে শুনতে কবিতার মতো
এই সব লেখা সেরকম না
এই সব হলো না লিখলেও যা চলবে

বাসস্টপ বেয়ে চাঁদ উঠতেছে
অর্থগোনাল
শূন্যের নিচে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের
বাসস্টপ বেয়ে চাঁদ উঠতেছে
দেয়ালে যেমন টিকটিকি ওঠে
না লিখলেও যা চলবে ...
আরো দুই মাইল
আরো দুই মাইল

এই সব হলো পূবদিকে এক পূবদিক গেছে
সোজা পশ্চিমে আলোর খাম্বা অর্থগোনাল
দেয়ালের গায়ে রাস্তার লেজ
অল্প অল্প ঘাম উঠতেছে
কাপড়ের নিচে বুকের মাংস

দাঁড়ানো যাবে না সুতরাং
হাঁটা থামানো যাবে না...

কিছুতেই না

চ

সবুজ সবুজ পানির ভেতর
কেমন আগুনে
পুড়ছিলো ঘর বন্যা প্লাবনে
তলানো শহর
মনস্তত্ব
মনস্তত্ত্ব

এই সব হলো না লিখলেও যা চলবে

এই সব হলো গুবরেপোকার পেটের ভতের সন্ধ্যার স্নায়ু

এ্যাল্গরিদমিক্

রোবো সবকিছু ঠিক করে দেবে

মড়ক- উত্তর শূন্যতা এই
নিষ্কর্ম্ম
নিষ্কন্টেন্ট্ -
পিছুটানগুলি
বিশ্বাসী শ্বাসমূলগুলি সব
গানগুলি
সুরগুলি
কাঁচা পেয়ারার মতন সবুজ
মাশরুম রসে স্নায়বিক লেবু
সিলোসায়বিন ভোরবেলাকার
মাথার ভতের চিন্তার ফিড্ ...
রোবো সব ফিড্ ঠিক করে দেবে

কাঁচা পেয়ারার মতন সবুজ
মানবিক করে দেবে

ছ

কনি্তু একাকীত্ব বলতে এখনো
মহেঞ্জোদারোর প্রাচীরে কিছু কবুতর
রোদ পোহাচ্ছে

খুঁড়ে তোলা হরপ্পা কঙ্কালের
অব্যবহিত পাশে
হরিয়ানার তক্তকে ফসলের ক্ষেত

এখনো গল্পের মতো বলতে পারবো
একটা সেলফোন কতকিছু শোনে
একটা ক্যামেরা কত গুঢ়

কিন্তু আমি জানি
ঘুমের ভতের
স্বপ্নের ভতের
সারি সারি মাংসের ভতের
প্রচণ্ড শীতের রাতে
তারপরও অপেক্ষায় আছে মানুষ

যেন কিছুই বলা যায় না

যেন একটা কিছু হবে

জ

আমাকে যে মূর্ততায়
দেখা যাচ্ছে এই লেখাগুলির ভতের -
বিষয় আশয় বেয়ে উঠতেছি নামতেছি
ল্যাবরেটরির খাঁচায়
কোকেইন আসক্ত ইঁদুরের মতো স্বাধীন আমার
যে চোখগুলি
কানগুলি দেখা যাচ্ছে

সীমানা টেনে দেয়া একটা ভয়ের আওয়াজ
একটা নিরাপত্তার পিক্সেল্

একটা ভেঙে যাওয়া গল্পের পুরানো আয়না
এক ফ্ল্যাট থেকে খুলে
আরেক ফ্ল্যাটের দেয়ালে টাঙানো

জানালা থেকে জানালায়
ঘুরতে থাকা

একই পর্দার জোড়া ...

বিশ্বাস না করেও ভালবাসা যাচ্ছে

ঝ

এই মূর্ততাই শেষ কথা নয়
এই হাইড্রোজেন পারক্সাইডের মেঝেভরা
সাবানমাখা পা...

আরো সূক্ষ্ম ব্লেডে কামানো
একটা একটা বশংবদ সকাল আমি
দুপুর আমি
বিনা অপরাধে ক্রমাগত আরো সুস্থ
স্বাভাবিক
আরো আরো সম্ভাবনাময়...

ফিনাইলধোয়া পাগলাগারদের জানালায়
পাইনগাছে দুলতে থাকা
লোকমা লোকমা
কুসুমিত এ্যাসিড বরফ -
শেষ কথা নয়

এই বাক্যগুলোর ভেতর
মূর্ত যে আমাকে দেখা যাচ্ছে

একটা বনরুটির গায়ে ছত্রাকের দাঁত বড় হচ্ছে

একটা বনরুটির বিজবিজ
আওয়াজের গায়ে

ঞ

এই জীবিতাবস্থা নয় আমি থাকি
সবাই চলে চলে যায়

পেছনে ফেলে যায় সিরামিক পূর্ণিমা রাত
জানালার ফ্রেমে ওই চাঁদ

বরফঢাকা মানুষের বাড়ি
পর্দা আর আলো

জীবিতাবস্থা বলতে একটা সুর বাজলো
সুরের ভিতর বেজে উঠলো ফুলার রোড

ফুটপাথে কোকিলের ডাক
পুলিশের গাড়িভরা কোকিলের ডাক
নতুন কলোনি দালান
যেখানে আমাদের খেলার মাঠ ছিল
টিয়ার ঝাঁক ছিল
সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস

বহু দূরে
একা একা আমি
বরফ দিয়ে মোড়া এক খা খা দুপুরবেলা
ফুলার রোডের
ফুটপাথ ভর্তি করে চোখ বুজলাম
দাঙ্গা পুলিশের ট্রাকের তিরপল
ভর্তি করে চোখ বুজলাম

আর কোকিল ডেকে উঠলো আঠার মতো
লেপ্টে থাকা নীরব এক আমের মুকুল
ডেকে উঠলো মাথার ভিতরে

ট

কাচের গায়ে বৃষ্টি হচ্ছে যেই কবিতা আর
লেখার কোন মানে নাই

একটা অশ্রাব্য নীরবতার ডিমের ভিতর
বৃষ্টি হচ্ছে আমার মাথার ছায়াগুলি
ফোটা ফোটা পানিগুলি
না পড়েও গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে
যে কবিতা আর লেখা এখন অস্বাভাবিক

সেই লেখাগুলি মাথায় নিয়ে খুব
সুস্থভাবে আমি থাকি

তাওয়ায় বনরুটি সেকে সেকে খাই

=x=x=x=